তৃণমূলে সাংগঠনিক বদলের দাবি বিদ্রোহীদের, কমিশনকে চিঠি অরূপের

নিজস্ব প্রতিনিধি— তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা পেল। দলের বিদ্রোহী শিবির দাবি করেছে, তারা ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেছে এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনকে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, দলের চেয়ারপার্সন পদে অরূপ রায়ের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেন, 'এটি একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। কোনও বিশেষ অধিবেশন বা সাংগঠনিক পরিবর্তন হলে নির্বাচন কমিশনকে তা জানানো বাধ্যতামূলক। সেই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই আমরা কমিশনকে অবহিত করেছি।'

দলের প্রতীক নিয়ে কোনও দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়ে ঋতব্রত বলেন, 'আমরাই তৃণমূল কংগ্রেস। আলাদা করে দলের প্রতীক দাবি করার কোনও প্রয়োজন নেই। নির্বাচন কমিশনকে যা জানানোর, তা জানানো হয়েছে।'

বিদ্রোহী শিবিরের দাবি, দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে। তাদের বক্তব্য, দলের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সদস্য তাদের পাশে রয়েছেন। সেই কারণেই ভবিষ্যতে আরও নেতানেত্রী ও পদাধিকারীরা বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন বলে দাবি করা হয়েছে।

ঋতব্রতের কথায়, 'গত কয়েক দিনে আমরা নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেছি। যাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁদের অনেকেই এতদিন আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। ইতিমধ্যেই একাধিক পদত্যাগপত্র জমা পড়েছে। আগামী দিনে আরও নতুন পদত্যাগ দেখতে পাওয়া যাবে বলে আমি নিশ্চিত।'

অন্যদিকে, বিদ্রোহী শিবিরের তরফে জানানো হয়েছে যে জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পর তার সমস্ত নথি দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে। সেই চিঠির অনুলিপি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) কাছেও জমা দেওয়া হয়েছে।

তবে এই দাবির প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারি অবস্থান এখনও স্পষ্ট নয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দলের অভ্যন্তরীণ এই টানাপোড়েন আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে, বিদ্রোহী শিবিরের দাবি অনুযায়ী যদি আরও নেতা বা পদাধিকারীরা পদত্যাগ করেন, তা হলে রাজ্যের শাসকদলের সাংগঠনিক সমীকরণে তার প্রভাব পড়তে পারে।

এখন নজর নির্বাচন কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং তৃণমূলের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ার দিকে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সংঘাত শেষ পর্যন্ত দলের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ ও বৈধতা নিয়ে বৃহত্তর লড়াইয়ের রূপ নিতে পারে।

প্রতিমাশিল্পীদের কড়া নির্দেশ লালবাজারের
তৈরি করা যাবে না নির্দিষ্ট উচ্চতার বেশি প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি— বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর বাকি আর মাত্র কয়েকটা দিন। কুমোরটুলি থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এরই মাঝে প্রতিমাশিল্পীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনোভাবেই ১০-১১ ফুটের বেশি উচ্চতার প্রতিমা নির্মাণ করা যাবে না। লালবাজরের তরফে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তির সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সার্কুলার রেল পরিষেবায় রেল লাইনের উপর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎবাহী তার বসানো রয়েছে। এই তারের উচ্চতা মাত্র ১৭.৬ ফুট। একই সঙ্গে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বাগবাজার ও গোয়ালিয়র ঘাটের মধ্যে অবস্থিত রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে আড়াআড়িভাবে লোহার খুঁটি বসানো হয়েছে। এই লোহার খুঁটির উচ্চতা ১৭ ফুটেরও কম। সেক্ষেত্রে বিসর্জনের সময় রেল কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই লোহার খুঁটিগুলি সরাবে না এবং রেলের ওভারহেড তারও খুলবে না। তার ফলে বিসর্জনের সময় প্রতিমার উচ্চতা বেশি হলে তা রেলের তার ও খুঁটিতে লেগে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

লালবাজারের এই নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বাগবাজার ও গোয়ালিয়র ঘাটের মধ্যবর্তী যে কোনও ঘাটে যে সমস্ত বারোয়ারি পুজো উদ্যোক্তারা প্রতিমা বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য ১০-১১ ফুটের বেশি উঁচু প্রতিমা তৈরি করা যাবে না। আবার, লরি বা ট্রাকের উপর যখন প্রতিমা বসানো হবে, তখন গাড়ি সমেত প্রতিমার মোট উচ্চতা ১৭ ফুটের উপর না যায়। তবে শুধু দুর্গাপুজোই নয়, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজোয়ও কোনও প্রতিমার উচ্চতা যেন ১০-১১ ফুটের বেশি না হয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি প্রতিমাশিল্পীর উদ্দেশে এই নির্দেশ কঠোরভাবে মানতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কোনও পুজো সংগঠক ও বারোয়ারি কমিটি জোর করলেও যাতে তাঁরা এই নির্দেশ অমান্য করে প্রতিমা তৈরি না করে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুজোর উদযাপনের মধ্যে কোনও বিষাদময় ঘটনা যাতে না ঘটে সেই উদ্দেশেই লালবাজারের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি— ডিজে বাজানো নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই মামলায় অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার অনুমতি দিল আদালত। তদন্তকারী সংস্থা সিআইডিকে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তদন্তের প্রয়োজনে অভিষেকের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য মঙ্গলবার বিধাননগর আদালতে আবেদন জানায় সিআইডি। ম্যাজিস্ট্রেট সেই আবেদন মঞ্জুর করেন। ৩০ জুন কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের করার কথা বলা হয়েছে। কোর্টের নির্দেশ, ওই দিন বিধাননগর আদালতে গিয়ে অভিষেককে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা রেকর্ড করাতে হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। এই মামলায় ইতিমধ্যেই সিআইডি সদর দফতরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তৃণমূল সাংসদকে।

ফর্ম নং ৩
[দেখুন রেগুলেশন-১৩(১)(এ)]

ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত কলকাতা
(ডিআরটি ১)
নাইন্থ ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৭১

কেস নং: ওএ/৬৭২/২০২৫
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) তৎসহ ডেবটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩-এর রুল ৫-এর সাব-রুল (২এ)-এর নিরিখে সমন।
ইএক্সএইচ নং: ৭৩২৪

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মিঃ সুমন চ্যাটার্জি

প্রতি,
(১) মিঃ সুমন চ্যাটার্জি
মিঃ কমল চ্যাটার্জির কন্যা/স্ত্রী/পুত্র
বাসস্থান: ৫৬, মালির বাগান, উত্তরপাড়া কোতরং, পোস্ট মাখলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২২৪৫

সমন

যেহেতু, ওএ/৬৭২/২০২৫ সম্মানীয় অধিষ্ঠাতা আধিকারিক/রেজিস্ট্রারের উপস্থিতিতে ০৫/০৫/২০২৬ তারিখে নথিভুক্ত।
যেহেতু, এই সম্মানীয় বিচারসভা জানাচ্ছেন যে উক্ত আবেদনের সাপেক্ষে আপনাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা ২৩৮৬৪২১ টাকা আদায়ের জন্য অ্যাক্টের সেকশন ১৯(৪) (৩এ) অনুযায়ী সমন/বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। (সমস্ত নথি এবং নকল ইত্যাদির সাথে আবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে)।
অ্যাক্টের সেকশন ১৯-এর সাব সেকশন (৪) অনুযায়ী আপনি এবং অন্যান্য প্রতিবাদীদের নিম্নলিখিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
(১) কেন ঋণের প্রার্থনা অনুমোদন করা উচিত নয় সেই ব্যাপারে সমন পাওয়ার তিরিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে হবে;
(২) সম্পত্তির বা বিশদ বিবরণ অথবা সম্পত্তি ছাড়া অন্য সম্পদের এবং আবেদনকারী দ্বারা আসল আবেদনের তথ্য প্রকাশ করতে হবে;
(৩) সুরক্ষিত সম্পত্তি এবং এই জাতীয় অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি যা প্রকৃত আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে প্রকাশ হয়েছে সেগুলি নিয়ে কোনও রকমের লেনদেন বা নিষ্পত্তি থেকে আপনাদের সংযত থাকতে হবে, যেহেতু এই সংক্রান্ত শুনানি এবং নিষ্পত্তি বাকি আছে;
(৪) আদালতের পূর্বানুমোদন ব্যতীত যে কোনও সম্পদ, সাধারণ ব্যবসায়িক কাজ ছাড়া আপনারা বিক্রয়, লিজ বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন কোনও সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না যার উপর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে এবং/অথবা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তিসমূহ যা আসল আবেদনের ক্রমিক নং ৩এ-তে উল্লেখ করা বা প্রকাশ করা হয়েছে;
(৫) সাধারণ ব্যবসা এবং জমা পড়ার জন্য সুরক্ষিত সম্পদের বা অন্যান্য সম্পদের বিক্রির ক্ষেত্রে আপনি দায়ী থাকবেন, যার হিসাব এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এই সমস্ত সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা অর্থনৈতিক সংস্থার সাথে যুক্ত।
এছাড়াও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আবেদনকারীর কাছে একটি লিখিত বিবৃতি তার নকল-সহ দাখিল করা এবং ২৯/০৭/২০২৬ তারিখে সকাল ১০:৩০-এর সময় রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হওয়া। যাতে ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদন শোনানো হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এই আদালতের সিল সমেত আমার দ্বারা প্রদত্ত হল ০৫/০৬/২০২৬ তারিখে।

স্বাক্ষর/-
রেজিস্ট্রারার ইন চার্জ
ঋণ পুনরুদ্ধার আদালত নং- ১, কলকাতা
অর্থ মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

তৃণমূল নেতাকে কান ধরে ওঠবোস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া, ২৩ জুন— দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের বিতর্কে তৃণমূল কংগ্রেস। এবার বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের ময়নাপুর এলাকায় এক তৃণমূল অঞ্চল সভাপতিকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, পঞ্চায়েত এলাকার গাছ বিক্রির টাকা দলীয় তহবিলে জমা করা হয়েছে। পাশাপাশি আবাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের কাছ থেকেও অর্থ আদায় করা হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

অভিযোগ, বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা ওই নেতাকে কান ধরে ওঠবস করান। মারধরের অভিযোগও উঠেছে।

নবান্নে এডিবি-র কর্তাদের

একের পৃষ্ঠার পর

তাঁদের প্রস্তাবে হুগলি জেলার ডানকুনিকে পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মাল্টিমোডাল লজিস্টিকস হাব হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে।

পাশাপাশি শিলিগুড়িকে উত্তর-পূর্ব ভারত ও প্রতিবেশী দেশগুলির গেটওয়ে হিসেবে এবং হলদিয়াকে সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধের বিষয়টিতেও গুরুত্ব দিয়েছেন এডিবির শীর্ষ কর্তারা। এজন্য কলকাতার বায়ুদূষণ মোকাবিলায় শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় কিছু কৌশলগত পরিবর্তনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে আছে ইলেকট্রিক বাসের ব্যবহার বাড়ানো, গণপরিবহণ ও শেয়ার্ড ট্রান্সপোর্টের সম্প্রসারণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা চালুর পরামর্শ। মূলত দূষণহীন, গতিসম্পন্ন ও আধুনিক গণপরিবহন চালুর প্রস্তাব দিয়েছে এডিবি। দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নীতি আয়োগের তরফেও একই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

শিল্পায়নের লক্ষ্যে শিল্প তালুকগুলির কাছাকাছি এলাকায় পরিযায়ী শ্রমিক ও নিম্নআয়ের মানুষের থাকার জন্য স্বল্পমূল্যের ভাড়ার আবাসন তৈরির সুপারিশ করেছে এডিবি। তবে সস্তার আবাসন হলেও সেখানে হাসপাতাল থেকে শুরু করে স্কুল, হস্টেল, খেলার মাঠ ও যাতায়াতের সব রকম মৌলিক পরিকাঠামো একই সঙ্গে থাকবে।

অন্যদিকে পর্যটনের ক্ষেত্রে বারাণসী মডেলের কথা তুলে ধরে পরিকাঠামো ও হেরিটেজের মেলবন্ধনে ৪টি ক্লাস্টার তৈরি প্রস্তাব নিয়েও এডিবির কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। যার মধ্যে আছে দার্জিলিং-ডুয়ার্স-কালিম্পং-তিস্তা সার্কিট। উপকূলীয় এলাকায় দিঘা-মন্দারমণি-তাজপুর, কলকাতা-মুর্শিদাবাদ-বিষ্ণুপুর হেরিটেজ ক্লাস্টার এবং ইকো-ট্যুরিজম ক্লাস্টার সুন্দরবন।

এ ছাড়াও শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের মতো যে সব শহরে দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে সেখানে ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে তিস্তা ও অন্যান্য নদীর জলকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিশোধন করে ২৪ ঘণ্টার আধুনিক জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা নিয়েও এডিবির কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। সূত্রের খবর, আগামিদিনে এই কাজে এডিবির আর্থিক সহায়তাও মিলতে পারে।

শ্যামাপ্রসাদ পক্ষ পালন

একের পৃষ্ঠার পর

এছাড়া রাজ্যজুড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে পার্ক, গ্রন্থাগার ও স্মারক নির্মাণের জন্য বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার তাঁর প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেন। বিজেপি সরকারের মতে, তাঁর আদর্শ ও অবদানকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমেই বাংলার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে পুনরায় জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

একের পৃষ্ঠার পর

তাঁর দাবি, পরিবারতন্ত্র, তোষণনীতি, দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার কারণেই তৃণমূলের পতন ঘটেছে। এমনকি তিনি বলেন, 'তৃণমূল জমানার ওই অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে, আর ফিরে আসতে পারবেন না।' তৃণমূল আমলের দুর্নীতি নিয়ে এদিন আগাগোড়াই সরব ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যদিও তারই মাঝে তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সমর মুখার্জীর সততার প্রশংসাও করেন।

বক্তৃতার শেষভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত আসে যখন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ দাঁড়িয়ে বলেন, যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, নিজেদের বাঁচাতে যাঁরা এখন বিদ্রোহী সেজেছেন, তাঁদেরও রেয়াত করা উচিত নয়। কুণালের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতিবিরোধী আক্রমণের মধ্যেই তৃণমূলের এক বিধায়কের এমন বক্তব্য রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কারণ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই সময় নোভোটেল শিবিরে বসা তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্য করেই তিনি কুনাল একথা বলেন।

বাড়িতে মিলল ৩০০ ভরি সোনা

একের পৃষ্ঠার পর

উল্লেখ্য, চলতি মাসের ৮ তারিখে তোলাবাজির অভিযোগে সব্যসাচীকে গ্রেফতার করেছিল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ। তার পর সব্যসাচীকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেই তল্লিশিতে সব্যসাচীর রাজারহাটের ফ্ল্যাট এবং ব্যাঙ্কের লকার মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন কেজি সোনা পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, তোলাবাজির টাকা দিয়ে নিয়মিত সোনা কিনে রাখতেন সব্যসাচী। তোলাবাজি, হুমকি, দুর্নীতির একাধিক অভিযোগে সব্যসাচী এবং তাঁর স্ত্রী ইন্দ্রাণী দত্তের পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ওই পাঁচটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, মেয়াদি আমানত ও নগদ মিলিয়ে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই বিপুল টাকার উৎস কী, সব্যসাচীকে জেরা করে তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে টিনার বাবা কাঞ্চনের করিমপুরের নাজিরপুর বাজারে একটি কাপড়ের দোকান আছে। এলাকার মানুষের দাবি, ওই বিপুল সোনার মালিক টিনা। যদিও এই বিষয়ে মুখ খোলেনি টিনা। তবে টিনার বাবা কাঞ্চন বলেছেন, 'ওই সোনা তাঁদের পরিবারের। তবে এর মধ্যে তাঁর মেয়ের কিছু গয়না থাকলেও থাকতে পারে। ওই সোনার মধ্যে টিনার কিছু সোনা আছে কিনা সেটা ওর মা বলতে পারবে।' যদিও স্থানীয় বিজেপি নেতা সৌমেন সরকার বলেছেন, 'সব্যসাচীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ টিনা। সেই সূত্রেই শুধুমাত্র সোনা নয়, নদিয়ার নাজিরপুর এলাকায় বিশাল সম্পত্তিও করেছে টিনা। কলকাতাতেও তাঁর চারটি ফ্ল্যাট আছে। টিনা কিভাবে এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির মালিক হল তা খতিয়ে দেখা দরকার।'

BIKA
গোয়েল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড
৭৬/১/২, গোলাঘাটা রোড, (ডিআইপি রোড), কলকাতা- ৭০০ ০৪৮
CIN: L51909WB1996PLC076909
ফোন: +৯১ ৮৯৬১৩ ৩৩৩১২
ই-মেল: info@goelfood.com, bikabanquets@gmail.com ওয়েবসাইট: bika.co.in

৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার ("এজিএম") বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি মারফৎ এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, গোয়েল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর সদস্যদের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম") ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে শুক্রবার, ২৪ জুলাই, ২০২৬, ভারতীয় সময় ("আইএসটি") সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা তৎসহ পঠিত সেবি-র সার্কুলার তারিখ ৭ অক্টোবর, ২০২৩ (যথাক্রমে সার্কুলারসমূহ বলা হয়েছে)- এর সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং. ২০/২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০ এবং ৯/২০২৪ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং ০৩/২০২৫ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুযায়ী এই সভাটি আয়োজিত হবে। সভায় সদস্যদের শরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। উক্ত সভার স্থান হিসেবে গণ্য হবে কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়- ৭৬/১/২ গোলাঘাটা রোড, (ডিআইপি রোড), কলকাতা-৭০০০৪৮, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমেই এই এজিএম-এ যোগ দিতে ও অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলি উক্ত সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৩ অনুযায়ী কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে, ভিসি/ ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

উপরোক্ত সার্কুলার অনুসারে, ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের সফট কপি, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মার্চ ৩১, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের আর্থিক বিবরণী এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তা সেইসব সদস্যদের কাছে ই-মেলের মাধ্যমে পাঠানো হবে, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ"), অর্থাৎ মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে নিবন্ধিত আছে। সদস্যরা আরও অবগত হবেন যে, কোম্পানি আমাদের রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডারদের ঠিকানায় লিপ্ত পোস্টের মাধ্যমেও বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি পাঠাবে। যে সকল শেয়ারহোল্ডারের ই-মেল অ্যাড্রেস বা ডাক ঠিকানা নিবন্ধিত নেই, তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস বা ডাক ঠিকানা নিবন্ধনের জন্য info@bigshareonline.com এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ("আরটিএ"), অর্থাৎ মেসার্স বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং ২০২৫-২০২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ www.bikafood.com এবং যে সকল স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ www.bsesme.com এ পাওয়া যাবে। এছাড়াও বিজ্ঞপ্তিটি এনএসডিএল (ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য নিযুক্ত সংস্থা)-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট, অর্থাৎ, www.evoting.nsdl.com এ পাওয়া যাবে।

সদস্যরা আরও মনে রাখবেন যে, এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত প্রস্তাবগুলিতে সদস্যদের ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দিতে কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড-এর ই-ভোটিং পরিষেবা গ্রহণ করবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং বা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য কোম্পানি জুলাই ১৮, ২০২৬ তারিখকে "কাট-অফ ডেট" হিসেবে নির্ধারণ করেছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) রুলস, ২০১৪ অনুযায়ী ই-ভোটিং-এর পদ্ধতি এবং নির্দেশিকা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির সাথে পাঠানো হবে।

সদস্যরা অবগত হবেন যে, দূরবর্তী ই-ভোটিং পর্ব জুলাই ২১, ২০২৬ (সকাল ৯:০০ টায়) শুরু হবে এবং জুলাই ২৩, ২০২৪ (বিকেল ৫:০০ টায়) (ভারতীয় সময়) শেষ হবে। এছাড়াও, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং ব্যবস্থা প্রদান করবে।

গোয়েল ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর/-
রুচি ফিটকারিওয়ালা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৪.০৬.২০২৬

কোর্ট নোটিস

মাননীয় ন্যায়ালয় প্রধান জিলা ন্যায়াধিশ, ধনবাদ
সিবিল মিস কেস নো-24/2025

দি ন্যু ইন্ডিয়া এশ্যুরেন্স কম্পনী লিমিটেড ... আবেদক
বনাম্
সরবজীত সিংহ .....বিপক্ষী
প্রেষিত:

সরবজীত সিংহ, পিতা-নিরঞ্জন সিংহ, সাকিম-106, বী0টী0 রোড কোলকাতা (পশ্চিম বঙ্গাল)।

इस प्रकाशन के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि, वादी ने आपके विरुद्ध **सिविल मिस केस संख्या- 24/2025** दायर किए है, जिसमें आपके विरुद्ध नजारत एवं पंजीकृत डाक द्वारा सम्मन / नोटिस भेजा जा चुका है। परन्तु आप अभी तक न्यायालय में उपस्थित नही हुए है।

अतः समाचार-पत्र के माध्यम से आपको सम्मन /सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 08.07.2026 को प्रातः 10:30 बजे स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल करे, अन्यथा: वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय की जायेगी।

इसे ताकिद जाने।

आज दिनांक 16/06/2026 को न्यायालय के मुहर एवं हस्ताक्षर से निर्गत किया गया।

प्रधान जिला न्यायाधीश, धनबाद

SBI
এসবিআই এইচএলসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ইমেল আইডি: sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [বিধি-৮(১)]
দখলের বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এইচএলসি হাওড়ার** অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকন্স্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ধারা ১৩(১২) এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ নিয়ম ৩ থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তারিখে একটি দাবির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)কে আহ্বান জানিয়েছিলেন যেহেতু তিনি অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী পুরুষ/ মহিলা উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩(৪) এবং তৎসহ পঠিত উক্ত রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ মেনে তার থেকে পাওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা(গণ)-র সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদাতা(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সাথে কোনও কিছু কারবার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি হাওড়ার** পাওনা উক্ত পরিমাণ এবং সুদের সাপেক্ষে হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) অনুযায়ী নির্দিষ